মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমাতায় আনতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে র্স্মাট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান গণসংযোগ করেছেন।

শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে এ গনসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

কালিগাংনী ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি বানি আমিনের সভাপত্বিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি অ্যাড মিয়াজান আলী, মেহেরপুর সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি হাজি সইফুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক রায়হান উদ্দিন মন্টু প্রমুখ।

নোটিশ প্রদানকারী দেবাশিষের বাড়ি ও অফিসে পুলিশের তল্লাশি

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও ঠিকাদার শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের দেওয়া ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার চেক ডিজঅনার হওয়াতে ভুক্তভগী যৌথ ব্যবসায়ী দেবাশীষ কুমার বাগচী উকিল নোটিশ পাঠান। পরবর্তীতে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল অতিরিক্ত জেলা ম্যজিস্ট্রেট আদালতে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন (মামলা নং ৪৯২/২৩ তারিখ ৩০-০৮-২০২৩)। আদালতের সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে পুলিশ দেবাশীষ কুমার বাগচীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায়।

গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২ টা ১০ মিনিট থেকে দুপুর ১ টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত পুলিশের একটি দল মেহেরপুর পৌর এলাকার জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের বিপরীত দিকে অবস্থিত দেবাশীষ কুমার বাগচীর ভাড়া বাসার পাঁচতলায় এই তল্লাশি করে। ডিজঅনার হওয়া ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার চেকটি যার নম্বর ঈঞখঐ ৫৮৯১৬৫০ উদ্ধারের জন্যই এই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে চিরকুট

৩০ আগস্ট ২০২৩ এডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েলের স্বাক্ষরিত দেবাশীষ কুমার বাগচীর দেওয়া উকিল নোটিশের সুত্র থেকে জানা গেছে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল এবং দেবাশীষ কুমার বাগচী নিজ নিজ ঠিকাদারী লাইসেন্স সহ বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সে যৌথভাবে দীর্ঘদিন ধরে ঠিকাদারী ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ব্যবসা পরিচালনাকালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের কাছে দেবাশীষ কুমার বাগচীর ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পাওনা হয়। একপর্যায়ে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও দেবাশীষ কুমার বাগচী যৌথ ব্যবসার পরিসমাপ্তি ঘটাতে সমুদয় ব্যবসা ও ব্যবসা সংক্রান্ত দলিলাদী নিজ-নিজ হেফাজতে নেন এবং দেবাশীষ কুমার বাগচীর পাওনা ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধের উদ্দেশ্যে গত ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নামীয় রুপালী ব্যাংক লিঃ, মেহেরপুর কর্পোরেট শাখা, মেহেরপুর -এর চলতি একাউন্ট নম্বর ৩১৮৬০৫০০০০০৪১-এর একটি চেকের মাধ্যমে ১,৮০,০০,০০০ টাকা দেবাশীষ কুমার বাগচীকে পরিশোধ করেন। এবং দেবাশীষকে বলেন ব্যাংকে চেকটি জমা দিলে টাকা পেয়ে যাবেন। চেক নম্বর ঈঞখঐ ৫৮৯১৬৫০ (রুপালী ব্যাংক লি)। চেকটিতে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সাক্ষর ও তার মালিকানাধীন শাদমান ফার্মেসীর সীলমোহর সহ চেকের অপর পৃষ্ঠায় দুইটি স্বাক্ষর দ্বারা সম্পূর্ণ চেকটি সম্পাদন করা ছিল।

শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের কথামতো দেবাশীষ কুমার বাগচী উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য গত ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে দেবাশীষের ব্যাংক একাউন্ট অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, মেহেরপুর শাখার চলতি হিসাব নম্বর ০২০০০২০৮২৮২৪৮- এ জমা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ১লা আগস্ট ২০২৩ তারিখে তাকে জানায় যে, উক্ত হিসাব নম্বরটি দুই বছর আগেই (২০২১ সালের ৪ এপ্রিল) তারিখে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ শহীদ সরফরাজ

হোসেন মৃদুল দেবাশীষ কুমার বাগচীকে যে চেকটি প্রদান করেন সেই চেকের নম্বর উল্লেখ করেই চেক প্রদানের তারিখেই (২৪ জুলাই ২০২৩) চেক হারিয়েছে মর্মে থানায় একটি জিডি করেন এবং উল্লেখিত ব্যাংককে অবগত করেন।

পরবর্তীতে দেবাশীষ কুমার বাগচীকে রূপালী ব্যাংক লিঃ, মেহেরপুর কর্পোরেট শাখা গত ১লা আগস্ট ২০২৩ তারিখে চেক রিটার্ন মেমো বা চেক ডিজনার সার্টিফিকেট দেয়।

অতঃপর বিষয়টি দেবাশীষ কুমার বাগচী শহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে জানানোর পর তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেও টাকা পরিশোধের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এতে দেবাশীষ কুমার বাগচীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল তাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ জানা সত্ত্বেও বন্ধ একাউন্টের চেক প্রদান করেন। দেবাশীষ মনে করেন চেক প্রদানের পরপরই থানায় মিথ্যা জিডি করে দেবাশীষের পাওনা টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়েছেন । অতঃপর গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ দেবাশীষ কুমার বাগচী নেগশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার বিধান মোতাবেক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে টাকা পরিশোধ করতে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে একটি উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন।একই দিনে (৩০ আগস্ট ২০২৩) শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যজিস্ট্রেট আদালতে চেক হারিয়ে যাওয়ার জিডির সুত্র ধরে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৪৯২/২৩, তারিখ ৩০-০৮-২০২৩। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে চেকটি উদ্ধার করতে সার্চ ওয়ারেন্ট ইশ্যু করলে,মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এস আই মোমিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল গতকাল শুক্রবার দুপুরে দেবাশীষ কুমার বাগচীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায়।

দেবাশীষ কুমার বাগচীর স্ত্রী ও একাধিক সাক্ষির উপস্থিতিতে পুলিশের ঘন্টাব্যাপী সময়ের এই তল্লাশি অভিজানে উল্লেখিত চেকটি পাওয়া যায়নি। তবে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা কালে দেবাশীষ কুমার বাগচীর সত্ত্বাধিকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স মেহেরপুর ট্রেডিং এর প্যাডে দেবাশীষের নিজ হাতে লিখিত ৩০ জুলাই স্বাক্ষরিত ও সীলমোহর যুক্ত একটি চিরকুট দেবাশীষের বেড রুমের আলমারিতে সাঁটানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে লেখা আছে, ‘আমার মৃত্যুর জন্য মৃদুল ভাই দায়ী। আমার ১,৮০,০০০০০ (এক কোটি আশি লক্ষ টাকা) দিলো না। আমার চেক অগ্রনী ব্যাংকে আমার একাউন্টে জমা আছে।‘

এই ব্যপারে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সাথে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

এডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল দেবাশীষ কুমার বাগচীর উকিল নোটিশ প্রদানের সত্যতা মেহেরপুর প্রতিদিনকে নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে ১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ নিহত সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) দুপুরে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য একরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রেজাউল হক মাস্টার, উপ দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবান, গাংনী উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, সদস্য সচিব জীবন আকবর গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক রুবেল হোসেন, সদস্য সচিব আশিকুজ্জামান পিন্টু, উপজেলা কৃষকলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহামুদ হাসিব, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শাহীন রেজা।

মেহেরপুরে ইসলাম প্রসারে ও প্রচার নিয়ে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট স্মরনে মাসব্যাপী কর্মসূচির শেষ দিনে ইসলাম প্রসারে ও প্রচারে বঙ্গবন্ধু ও তার কণ্যা শেখ হাসিনার অবদান নিয়ে ইমাম ও মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা হাজী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা হাজী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন, সদর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামান, পৌর ইমাম সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান ও বিএমএ’র সভাপতি ডাক্তার আবু তাহের। বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে আ. লীগ নেতা মান্নানের গণসংযোগ অব্যহত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার পক্ষে প্রচারণা ও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

গতকাল রবিবার বিকাল থেকে তিনি বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোভিপুর সহ

কয়েকটি গ্রামে গণসংযোগ করেন। এসময় তিনি বর্তমান সরকারে নানা উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেন এবং দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আওয়ামী লীগের ডজন, বিএনপির তিন, জামায়াতের একক প্রার্থী

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় চালিয়ে যাচ্ছেন জনসমর্থনের চেষ্টা । ইতোমধ্যে বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীর জনসমাবেশ করে জানান দিয়ে শুরু করেছেন নির্বাচনী প্রস্তুতি।

স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে মেহেরপুর-২(গাংনী)আসনের নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে নতুন চমক থাকতে পারে বলে তৃণমুল নেতাকর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা সরকারের সাফল্য তুলে ধরে মিটিং, মিছিল,গণজমায়েত,উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দির্ঘদিনের সাফল্যের বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে জানান দিয়ে নিজের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন। এতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের মধ্যে গ্রুপিং রাজনীতির শুরু হয়েছে। তৃণমুল নেতাকর্মীরা কোন নেতার কাছে যাবেন এ নিয়েও পড়েছেন দ্বিধাদন্দে। তবে দলীয় স্বার্থে সকলেও ডাকেই নিজ কৌশলে উপস্থিতি দেখানোর চেষ্টা করছেন।

অন্য দিকে বিএনপি,জামায়াতে ইসলামী,জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকজনও বসে নেই। তারাও তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের নিজস্ব কৌশলে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে জনসর্থন থাক আর না থাক বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে ডজন খানেক নেতাকর্মীরা মনোয়ন চাইবেন বলে স্ব-স্ব সুত্রে জানা গেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার জনগনের সাথে সম্পৃক্ত ও উন্নয়ন দেখে সঠিক নেতা নির্বাচন করেবন আওয়ামীলীগের ভোটাররা। নেতাদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট নিয়ে পাড়া মহল্লা ও চায়ের দোকানে বসে গল্পে গল্পে চলছে চুলচেরা বিশ্লেসন। সাধারণ মানুষ

যার কাছে মুল্যায়িত হবে তাকেই বেছে নেবেন সাধারণ মানুষ।

সুত্র জানায়, বর্তমান সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আবারও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করে গানী উপজেলায় বিভিন্ন উনয়নমুলক কার্যক্রম করে জনমনে অনেকটাই প্রসংশিত । স্কুল,কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা,রাস্তাসহ বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সংসদ সদস্যের অবদানকে মানুষ মনে রাখবেন বলে দাবী করে আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন পেলে নৌকার বিজয় নিশ্চিত মনে করছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন তার নির্বাচনী এলাকায় কৃষকদের জীবন রক্ষায় ‘‘শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি’’ করে আলোচিত হয়েছেন। তিনিও বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন তুলে ধরে মিটিং সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। চেষ্টা করছেন গ্রাম গঞ্জের তৃণমুল নেতাকর্মীদের সাথে রেখে আগামী নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক তার নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করছেন। দ্বিতীয় বারের মত জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে মেহেরপুররর আওয়ামীলীগকে সুসংগঠিত করেছেন। বিভিন্ন গ্রামে ও পাড়া মহল্লায় গণমাবেশ করছেন। তিনিও এবার নির্বাচনে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন।

গাংনীর দুই বারের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি দির্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে দুই বার সংসদ সদস্য হিসেবে গাংনীর মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক বার তিনি নৌকার বিরদ্ধে ভোট করে নির্বাচিত হন। এবারও তিনি মনোনয়ন চাইবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে। মকবুল হোসেন গাংনীর মানুষের কাছে প্রবীণ নেতা হিসেবে পরিচিত। কয়েকদিন আগেও তিনি ১৫ আগষ্টের একটি যুবলীগের একটি আলোচনা সভায় সব চেয়ে বেশি লোকসমাগম হওয়ায় আবারও তিনি আলোচনায়। স্বতন্ত্র নির্বাচন করায় তিনি আওয়ামীলীগ থেকে ছিটকে গেছেন নাকি আওয়ামীলীগ তাকে মুল্যায়ন করবেন এনিয় শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেছুর রহমান

মুকুল। তিনি গাংনীর আওয়ামীলীগ রাজনীতিতে নতুন দলীয় পদ পেয়ে উপজেলা আওয়ামীলীগকে নতুন করে সুসংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। সুবিধাবঞ্চিত আওয়ামীলীগ কর্মিদের সাথ নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন॥ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় ঘোষিত সকল প্রোগাম করছেন । রাজনীতিতে নতুন পদ পেলেও স্বল্প সময়ে আলোচনায় এসছেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে। তিনিও গ্রামে গ্রামে নৌকার পক্ষে ভাট চাইছেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নিবার্চনে তিনি আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন বলে নিশ্চিত করেছেন॥ তার কাজ কর্মে অনেকের কাছেই বিশ্বস্ত হতে শুরু করেছেন বলেও দাবী করেন তিনি। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসনে বিপুল ভোটে নৌকার বিজয় হবে বলে তার সমিকরণ।

গাংনী পৌরসভার একাধিক বার নির্বাচিত মেয়র আহমেদ আলী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গহন করবেন বলে জানিয়েছেন। বিএনপি জোট সরকারের অমলে তিনি মামলা হামলার শিকার হয়েছিলেন। আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আহমেদ আলীকে নৌকার মনোনয়ন দিলে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। জনপ্রিয়তায় তিনি একাধিকবার মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় তিনি এবার মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন।

ডাক্তার এসএম নাজমুল হক সাগর। তিনি বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি গণপরিষদ সদস্য ও একাত্তর পরবর্তী সময়রের এমপি নুরুল হকের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গহন করার জন্য নেতাকর্মীদের উজ্জীবীত করার লক্ষ্যে সভা -সমাবশ করছেন। পিতার উত্তরসূরি হিসেবে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন। তিনিও ছাত্র জীবন থেকে পারিবারিক ভাবেই আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়। তিনি মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি। সরকারের সাফল্য উন্নয়নের গান রচনা করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন তিনিও। কৃষলীগের নেতা হিসেবে তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কেটি গাছের চারা রোপনের কাজ অব্যাহত রেখেছেন।তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মরহুম সরোয়ার হোসেনের ছেলে।

গাংনী উপজেলা যুব লীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন। তিনিও এবার সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন। গাংনী উপজেলা যুবলীগকে সুসংগঠিত করে

মিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশ গ্রহন অব্যাহত রেখে জনগনের সাথে সমর্থন চাইছন।

মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সম্পাদিকা মোছাঃ নুরজাহান বেগম। অন্যান্য বারের মত এবারও তিনি বাংলাদেশ ◌্আওয়ামী লীগ থেকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন চাইবেন। নুরজাহার বেগম সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম বজলুর রহমান বিশ্বাসের স্ত্রী বজলুর রহমান বিশ্বাস ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ২০০৩ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকা কালীণ সময়ে সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে নির্মম ভাবে হত্যা করে। বজলুর রহমান বিশ্বাসের মৃত্যুর পর দু’ ছেলে নিয়ে তিনিও প্রাণের ভয়ে আতংকিত ছিলেন দির্ঘদিন। নুরজাহার বেগমের বড় ছেলে মশিউর রহমান নৌকার মনোনিত ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রাপ্তির প্রত্যাশা করছেন নুরজাহান বেগম ।

এ্যাডভোকেট রাশেদুল হকজুয়েল। তিনি বর্তমানে গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান। তিনিও বিভিন্ন ভঅবে লোকজনের মাঝে সভাসমাবেশ করে জনসমর্থন চাইছেন। জনসমর্থনে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসুচী পালনের মাধ্যমে নেতাকর্মীদের সাথে সু-সম্পর্ক গাড় করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনিও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন। দলীয় পদে না থাকলেও বর্তমান সরকার তরুন নেতৃত্বের দিকে মুল্যায়ন করবেন বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

গাংনীর কাজিপুর কলেজের সহকারি অধ্যাপক ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালক মোঃ রিয়াজ উদ্দীন,দলীয় কোন পদে না থাকলেও তিনি ছাত্র জীবন থেকে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে আসছেন। তিনিও মনোনয়নের জন্য আবেদন করবেন।

একই সাখে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের সাবেক ছাত্র লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম রিন্টু চাইবেন বাংলাদেশ আওয়মীলীগ থেকে মনোনয়ন। তিনিও গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে নৌকার পক্ষে ভোট চাইছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে তিন জন প্রার্থী মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। সাবেক

সংসদ সদস্য মোঃ আমজাদ হোসেন বর্তমানে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শারীরীক অসুস্থতার কারনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি কিছুটা জন-বিচ্ছিন্ন। উপজেলা পর্যায়ে কোন মিটিং মিছিলে তার অংশগ্রহন চোখে পড়েনা বলে বিএনপি সমর্থকারিদের।

সে কারনে যে সকল নেতাকর্মীরা বর্তমান সরকারের সময় পর্যন্ত মামলা,হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের মুল্যায়ন চাইবেন বিএনপির সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে তৃণমুল নেতাকর্মীরা। মামলা হামলার মধ্যে থেকেও গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে রেখেছেন এমন নেতাদের মুল্যায়ন চাইছেন বিএনপি মনা মানুষ।

অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে বিভিন্ন সময় মিটিং মিছিল,পদযাত্রা ও সরকারি বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছেন তিনি। মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে ধানের,শীষে মনোনয়ন চাইবেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তবে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে তিনি কিছুই করবেন না বলে জানিয়েছেন।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনিও এবার দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। ক্ষমতাশীন দলের করা মামলায় জর্জরিত আসাদুজ্জামান বাবলু। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে গুছিয়ে রাখতে তার অবদান ও ভুমিকা রয়েছে যথেষ্ট। মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কাছে অনেক জনপ্রিয়। তিনিও দলীয় বিএনপি দলীয় মনোনয়ন চাইবেন। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসন বিএনপি জয়লাভ করবে বলেও তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে, তলে তলে দলকে চাঙ্গা রাখতে আসাদুজ্জমান বাবলু’র ভ’মিকা অস্বীকার করার মত নয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর মেহেরপুর জেলা শাখার সুরা সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের জন্য মনোয়ন চাইবেন বলে জানিয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি জনসমর্থন চাইতে বিভিন্ন এলাকায় পোষ্টার লিফলেটের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলীয় মনোনয়ন পেলে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসন থেকে একক প্রার্থী হিসেবে নাজমুল হুদার নাম শোনা যাচ্ছে। দলীয় মনোনয়ন পেলে এবং সুষ্ঠ্য নির্বাচন হলে গাংনী আসনটি জামায়াত ইসলামী বিপুল ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম থেকে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে তরুন পজন্মের প্রার্থী মোঃ জাবেদুর রহমান জনির নাম একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছে দলটি। গাংনী উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গাংনীর মানুষৈর প্রত্যাশা পুরুনে কাজ করতে চান জাবেদুর রহমান জনি। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতয় সংসদ নির্বাচনে এনডিএম থেকে মনোনয় পেলে ভোট যুদ্ধে শরিক হবেন। তবে সাধারণ মানুষের আপদ বিপদে পাশে থেকে সাধারণ মানুষের সেবা করার সুযোগ চান তিনি।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে স্বেচ্ছাসেবক লীগের শ্রদ্ধা নিবেদন ও বৃক্ষরোপণ

মেহেরপুরে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর মুজিবনগর আম্রকাননে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সহ-সভাপতি কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন। রাজনৈতিক সফরে মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের মেহেরপুর জেলা সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন সহ বিভিন্ন শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেন ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্স এর মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি হাসানাজ্জুমান লাল্টু মহাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এর আগে মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধান অতিথি। এ সময় দলটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন

আজ শনিবার ২৬ আগষ্ট, শোকের মাস আগষ্ট উপলক্ষে সকাল ১১টায় বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে সংগঠনের কেন্দ্রীয়

কার্যনিবার্হী পরিষদের সহ-সভাপতি কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন-এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মুজিব নগর আম্রকাননের স্মৃতিবেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং পরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে গঠিত হয়, এরপর তৎকালীন ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথতলার (বর্তমান মুজিবনগরের) আম্রকাননে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই স্থানের নামকরণ মুজিবনগর করেছিলেন।

বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক মতিউর রহমান মতিন, সদস্য সচিব আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ডালিম হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সোহাগ, মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য শাহ অলিউল্লাহ সোহাগ, আনিসুজ্জামান শুভ, রাব্বি এবং মেহেরপুর সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব রাশেদুল ইসলাম আনন্দ, প্রস্তাবিত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হানিফ খান প্রমুখ ।

আলমডাঙ্গায় দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় কালে এমপি ছেলুন

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগ নেতাকর্মিদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে দলীয় কার্যালয়ে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আজকে বাংলাদেশের উন্নয়নে অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে বিএনপি-জামায়াত চক্রান্ত হচ্ছে। সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাড়াতে হবে। যারা মনে করছে বিদেশ তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে, তাদের সেই আশা কখনো বাস্তবায়ন হবে না। জননেত্রী শেখ হাসিনা কোন অপশক্তির কাছে মাথানত করবে না। এদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে কারা ক্ষমতায় যাবে।

তিনি বলেন,আওয়ামীলীগের নেতাকর্মিদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আবারও আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছার সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, সাবেক বন ও পরিবেশক বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সদস্য শাহ আলম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টারের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশরাফুল হক, সৈকত খান, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান প্রমূখ।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে আ.লীগ নেতা আব্দুল মান্নানের গণসংযোগ

মেহেরপুর বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ও আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে গণসংযোগ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি

আব্দুল মান্নান।

গতকাল বৃহস্সপতিবার সদর উপজেলার রাজাপুর, রাধাকান্তপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে তিনি গণসংযোগ করেন। এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেনেএবং নৌকা মার্কার প্রচারণা করেন।

উল্লেখ্য, বেশ কিছু দিন ধরে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদীয় বিভিন্ন গ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আনন্দ মিছিল

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বিল- ২০২৩ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগ।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্বর থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ শেষে বড় বাজার শহীদ হাসান চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে শহীদ হাসান চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা করে সংগঠনটি।

কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহম্মেদ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি।

কর্মসূচীতে আরও বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, আবু তাহের, আতিউর রহমান বিপ্লব, মামুনুল হাসান, আব্দুস সামাদ, আসাদুজ্জামান সবুজ, আব্দুল আলিম,

জাতীয় শ্রমিক লীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেন মিলন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জুয়েল রানা, চুয়াডাঙ্গা পৌর কৃষকলীগের আহ্বায়ক রাকিবুর রহমান রাকু, পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুলন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইমরান আহম্মেদ, সাবেক সদস্য আল ইমরান বিপ্লব, কুতুবপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আক্তার হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রানা, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ওয়াসিম আলী, সাধারণ সম্পাদক মামুন, ২নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফারুক, ৩নং ওয়ার্ডের সভাপতি নাজমুল, সাধারণ সম্পাদক টোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিসান, ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক রবিন, ৫নং ওয়ার্ডের সভাপতি উজ্জল, ৭ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সজিব, সাধারণ সম্পাদক কাশেম, ৮নং ওয়ার্ডের সভাপতি ইমদাদ, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর, ৯নং ওয়ার্ডের সভাপতি খান ফয়সালসহ চুয়াডাঙ্গার প্রতিটা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা।

আনন্দ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি দেশের জনগণের কথা চিন্তা করেন। আজকে দেশের জনগণও উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখেন।আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের জন্য অভিনন্দন জানাই।

বক্তারা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের গরিব-দুঃখী সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করে এমন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ধনী গরিবের যে বৈষম্য রয়েছে সেটা দূর হবে। মানুষ যাতে ভালো থাকে সেজন্য এই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।